85108 - কাফরেদরে ধর্মীয় উৎসবরে হাদয়িা গ্রহণ করা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমার প্রতবিশেনিী একজন আমরেকিান খ্রস্টিান। খ্রস্টিমাস উপলক্ষ তনিি আমাকে কছিু হাদয়িা পাঠয়িছেনে। আমি তাকে এ হাদয়িাগুলো ফরেত দতি পারছি না; যাতে তনিি রগেে না যান!! আমি কি এ হাদয়িাগুলো গ্রহণ করতে পারি যভোবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফরেদরে পাঠানো হাদয়িা গ্রহণ করছেনে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। এক:

মূলতঃ কাফরেরে দয়ো হাদয়িা গ্রহণ করা জায়যে; এতে করে তার সাথে সখ্যতা তরৈি হয়, তাকে ইসলামরে দকিে আকৃষ্ট করা যায়। ঠকি যমেনভিাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুকাওকাস ও অন্যান্য কছিু কছিু কাফরেরে হাদয়িা গ্রহণ করছেলিনে।

ইমাম বুখারি তাঁর সহহি গ্রন্থে একটি পরচ্ছিদেরে শরিোনাম দনে এভাবে: "মুশরকিদরে হাদয়িা গ্রহণ শীর্ষক পরচ্ছিদে"। বুখারি (রহঃ) বলনে: আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে: ইব্রাহমি (আঃ) সারাকে নয়িে সফরে বরে হলনে। তনিি এমন একটি গ্রামে প্রবশে করলনে যখোনে ছলি একজন বাদশাহ বা প্রতাপশালী। তনিি বললনে: সারাকে উপঢৌকন হসিবেে 'হাজরো' কে দাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে (রোস্টকরা) বষিযুক্ত বকরী হাদয়িা পাঠানো হয়ছেলি। আবু হুমাইদ বলনে: আইলার বাদশাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে একটি সাদা রঙরে খচ্চর ও একটি চাদর উপহার পাঠয়িছেলি এবং তাঁর নকিট তাদরে কবতিার ছন্দ ব্যবহার করে চঠিি লখিছেলি। এক ইহুদি নারী কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বষিমাখা ছাগল হাদয়িা দওেয়ার ঘটনাও তনিি উল্লখে করছেনে। দুই:

হৃদ্যতা তরৈরি জন্য ও ইসলামরে প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কোনে মুসলমানরে পক্ষ থকেে কাফরেকে বা মুশরকিকে উপহার

দয়ো জায়যে। বশিষেতঃ যদি প্রতবিশেী হয় অথবা আত্মীয় হয়। উমর (রাঃ) মক্কায় বসবাসকারী তাঁর মুশরকি ভাইকে একটি হুল্লাহ (এক ধরনরে পোশাক) উপহার দয়িছেলিনে।"[সহহি বুখার, ২৬১৯]

তবে কাফরেদরে কোনে উৎসবরে দনি তাদরেকে উপহার দয়ো যাবে না। কনেনা এটা এই বাতলি দবিসকে স্বীকৃতি দয়ো ও সটো উদযাপনরে পর্যায়ে পড়ে। আর তা যদি এমন হাদয়িা হয় যা দবিস উদযাপনরে কাজে লাগে যমেন- খাবার বা মোমবাতি ইত্যাদি তাহলে সটো আরও বশেি জঘন্য হারাম। কোনে কোনে আলমেরে মতে- সটো কুফরি। যাইলায়ী তাঁর 'তাবইনুল হাকায়কে' গ্রন্থ (৬/২২৮) এ বলনে: "নওরোজ ও মলোর নামে কছিু দয়ো নাজায়যে। অর্থাৎ এ দুই দনিরে নামে প্রদত্ত হাদয়িা হারাম; বরঞ্চ কুফর"। আবুল আহওয়াছ আল-কাবরি (রহঃ) বলনে: "যদি কোনে ব্যক্তি পঞ্চাশ বছর আল্লাহর ইবাদত করার পর নওরোজেরে দনি এসে কতপিয় মুশরকিকে কছিু উপহার দয়ে এবং এ উপহাররে মাধ্যমে এ দনিরে প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাহলে সে কাফরে হয়ে যাবে এবং তার সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে"। 'আল-জামে আল-আসগার' গ্রন্থকার বলনে: "নওরোজেরে দনি যদি অপর কোনে মুসলমিকে কোনে একটা হাদয়িা দয়ে; কনি্তু হাদয়িার উদ্দশ্যে এ দনিরে প্রতি সম্মান প্রদর্শন না হয় (বর্তমানে অনকে মানুষ যা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে) তাহলে কাফরে হবে না। তবে বশিষেভাবে সে দনি এটা না করাটাই বাঞ্ছনীয়। সে দনিরে আগে বা পরে করতে পারে। যাতে করে সে সম্প্রদায়রে সাথে সাদৃশ্য না আসে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি কোনে সম্প্রদায়রে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদরে দলভুক্ত।" আল-জামে আল-আসগার গ্রন্থে বলনে: "যে ব্যক্তি নওরোজেরে দনি এমন কছিু খরদি করল যা সে পূর্বে খরদি করত না, এর মাধ্যমে সে যদি ঐ দনিকে সম্মান করতে চায় তাহলে সে কাফরে হয়ে যাবে। আর যদি সে পানাহার ও নয়োমত ভোগে করতে চায় তাহলে কাফরে হবে না"। সমাপ্ত 'আল-তাজ ওয়াল ইকললি' গ্রন্থে বলনে: কোনে খ্রস্টিানকে তার ঈদ বা উৎসবরে দনি উপলক্ষে উপহার দয়োকে ইবনুল কাসমে মাকরূহ (অপছন্দনীয়) বলছেনে। অনুরূপভাবে কোনে ইহুদীকে তার উৎসব উদযাপন উপলক্ষে খজেুর পাতা দয়োও মাকরূহ। সমাপ্ত। হাম্বলি মাযহাবরে ফকিাহর গ্রন্থ 'আল-ইকনা' তে বলা হয়ছে- "ইহুদি-খ্রস্টিানদরে উৎসবে যোগেদান করা, সইে দনি উপলক্ষে বচোবকি্রি করা ও উপহার বনিমিয় করা হারাম"। সমাপ্ত। বরং এ দনি উপলক্ষে কোনে মুসলমানকে হাদয়িা দয়োও জায়যে নয়। পূর্বোল্লখেতি হানাফি মাযহাবরে বক্তব্যে এ কথা এসছে। শাইখুল ইসলাম (রহঃ) বলনে: যে ব্যক্তি কোনে মুসলমানকে এ উৎসবগুলোর মৌসুমে এমন কোনে উপহার দয়ে, এ উৎসব ছাড়া স্বভাবতঃ যে উপহার দয়ো হয় না—সে উপহার গ্রহণ করা যাবে না। বশিষেতঃ সে উপঢৌকনরে মাঝে যদি তাদরে সাথে সাদৃশ্য তরৈি করে এমন কছিু থাকে। যমেন- যীশুর জন্মদবিস উপলক্ষে মোমবাতি বা এ জাতীয় কছিু উপহার দয়ো অথবা তাদরে রোজার শষে বৃহস্পতবিারে ডমি, দুধ ও ছাগল উপহার দয়ো। একইভাবে এ উৎসবগুলোর মৌসুমে এ উৎসবগুলোকে উপলক্ষ করে কোনে মুসলমানকে উপহার দয়ো যাবে না। বশিষেতঃ উপহারটি যদি তাদরে সাথে সাদৃশ্য তরৈি করে এমন কছিু হয়; যমেনটি ইতপূির্বইে আমরা উল্লখে করছে।ি[ইকতদিাউস সরিাতলি মুস্তাকমি ১/২৭৭] তনি:

আর কাফেরদের উৎসবের দিন তাদের দেয়া উপহার গ্রহণ করতে দোষের কিছু নেই। উপহার গ্রহণ করা— তাদের উৎসবে যোগদান বা এতে স্বীকৃতি প্রদানের পর্যায়ে পড়ে না। বরং ভাল ব্যবহার, সখ্যতা তৈরী, ইসলামের দিকে দাওয়াতের উদ্দেশ্য নিয়ে সে উপহার গ্রহণ করা যাবে। যে কাফের মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে না আল্লাহ তাআলা সে কাফেরের সাথে ভাল ব্যবহার ও ন্যায্য আচরণ করা বৈধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।”[সূরা মুমতাহিনা, আয়াত:০৮]

কিন্তু ভাল ব্যবহার ও ন্যায্য আচরণের অর্থ এ নয় যে, তাদের সাথে অন্তরঙ্গতা ও ভালবাসা তৈরী হবে। কারণ কাফেরের সাথে অন্তরঙ্গতা ও ভালবাসা করা জায়েয নয়। তাকে বন্ধু ও সাথী হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: “যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর সাহায্য দিয়ে। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।”[সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত: ২২] তিনি আরও বলেন: “মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে।”[সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ১] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না-তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বের হয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।”[সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১১৮] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নাই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না।”[সূরা হুদ, আয়াত: ১১৩] তিনি আরও বলেন: “হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে;সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।” এগুলো ছাড়াও কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আরও অনেক দলিল রয়েছে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:“কাফেরের উৎসবের দিন তার দেয়া হাদিয়া গ্রহণের ব্যাপারে আমরা ইতিপূর্বে আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছি যে, একবার তাঁর কাছে নওরোজের হাদিয়া এল এবং তিনি সেটা গ্রহণ করলেন। ইবনে আবু শাইবা বর্ণনা করেন যে, একবার এক মহিলা আয়েশা (রাঃ) কে

জিজ্ঞেস করল, কিছু অগ্নিপূজক মহিলা আমাদের শিশুদেরকে দুধপান করায়। তাদের ঈদ-উৎসবের সময় তারা আমাদেরকে হাদিয়া দেয়। আয়েশা (রাঃ) বললেন: উৎসব উপলক্ষে যা কিছু জবাই করা হয় তা খাবে না; কিন্তু তাদের গাছের ফল খেতে পার। আবু বারাযা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: কিছু অগ্নিপূজক তাঁর প্রতিবেশী ছিল। তারা নওরোজ ও মেহেরযান উপলক্ষে তাকে হাদিয়া দিত। তখন তিনি তাঁর পরিবারকে বলতেন: ফলজাতীয় জিনিসগুলো খাও; আর অন্যগুলো ফেলে দাও। এ দলিলগুলো প্রমাণ করে যে, কাফেরদের উৎসবের সাথে তাদের হাদিয়া গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। বরং সব সময়ের বিধান এক। যেহেতু হাদিয়া গ্রহণের মধ্যে তাদের ধর্মীয় নিদর্শনকে সহযোগিতা করার কিছু নেই। এরপর তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, আহলে কিতাবের জবাইকৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ হলেও যা উৎসবের জন্য জবাই করা হয়েছে তা খাওয়া জায়েয নয়। তিনি বলেন: আহলে কিতাবদের উৎসবের সেসব খাবার খাওয়া যাবে যেগুলো কিনে আনা হয়েছে, অথবা হাদিয়া হিসেবে এসেছে। তবে উৎসব উপলক্ষে জবাইকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না। আর অগ্নিপূজকদের জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়ার বিধান তো সবার জানা আছে— এটা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টান) তাদের ঈদ উপলক্ষ্যে যে প্রাণী জবাই করে অথবা গায়রুল্লাহর নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে তারা যে প্রাণী জবাই করে যেমন- ঈসা (আঃ) বা শুক্রতারার নৈকট্য হাছিলের জন্য (ঠিক মুসলমানেরা যেভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য জবাই করে) সেগুলোর ব্যাপারে ইমাম আহমাদ থেকে দুইটি অভিমত পাওয়া যায়। তাঁর থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে- এগুলো খাওয়া জায়েয হবে না; যদিও জবাই এর সময় গায়রুল্লাহর নাম না নেয়া হয়। এই গোশত খাওয়া হারাম হওয়ার হুকুমটি আয়েশা (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে...।[ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম ১/২৫১] সারকথা হচ্ছে- আপনার খ্রিস্টান প্রতিবেশিনীর দেয়া হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয হবে; তবে কিছু শর্তসাপেক্ষে। শর্তগুলো হচ্ছে-

এক. হাদিয়াটা জবাইকৃত প্রাণীর গোশত হতে পারবে না; যে প্রাণী তাদের ঈদ-উৎসব উপলক্ষে জবাই করা হয়েছে।

দুই. হাদিয়া এমন কিছু হতে পারবে না যা তাদের উৎসব উদযাপনের সাথে সদৃশতা তৈরী করে। যেমন- মোমবাতি, ডিম, খেজুরের ডাল ইত্যাদি। তিন. নিজের সন্তানদেরকে ওয়ালা ওয়াল বারা (শত্রুতা ও মিত্রতা) এর আকিদা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। যাতে তারা এই উৎসবের প্রতি দুর্বল না হয় অথবা এই উপহারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে না পড়ে। চার. এই উপঢৌকন গ্রহণের উদ্দেশ্য হবে তাদের সাথে সখ্যতা তৈরী করা, তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া; তাদের প্রতি ভালবাসা বা হৃদ্যতা থেকে নয়। যদি এমন জিনিস দিয়ে হাদিয়া আসে যা গ্রহণ করা জায়েয নয় তাহলে হাদিয়া গ্রহণ না করার কারণ উল্লেখ করে সেটা প্রত্যাহার করতে হবে। যেমন- আপনি বলতে পারে; আমরা আপনার হাদিয়াটি নিতে পারছি না; কারণ এটি আপনাদের উৎসব উপলক্ষে জবাই করা হয়েছে। আমাদের জন্য এটি খাওয়া জায়েয নয়। অথবা এই হাদিয়াগুলো তারা গ্রহণ করতে পারেন যারা এ উৎসব পালনে অংশ গ্রহণ করেন; আমরা তো আপনাদের এ উৎসব পালন করি না; যেহেতু আমাদের ধর্মে এ উৎসব অনুমোদিত নয়; এ উৎসবের মধ্যে এমন কিছু বিশ্বাস আছে যা আমাদের ধর্মমতে সঠিক নয়— এ ধরনের

কোন কথা। এ কথাগুলো তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার একটা গ্রাউন্ড তৈরী করবে এবং তারা যে কুফরের মধ্যে রয়েছে এর ভয়াবহতা তুলে ধরবে। মুসলমানের উচিত তার ধর্ম নিয়ে গর্ববোধ করা। ধর্মীয় বিধানগুলো বাস্তবায়ন করা। লজ্জাবোধ করে অথবা সৌজন্য দেখাতে গিয়ে এক্ষেত্রে কোন শৈথিল্য না দেখানো। বরং আল্লাহকে লজ্জাবোধ করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

আরও জানতে 13642 ও 947 নং প্রশ্ন দেখুন।

আল্লাহই ভাল জানেন।